আমার ভাষা – মজনু মিয়া

বাংলা আমার ভাষা
মিটায় মনের আশা
এই ভাষাতে কথা বলি
আমরা শ্রমিক চাষা।

মায়ের মুখের বুলি
কেমন করে ভুলি
জীবন থাকতে তা হবার নয় বলি দু’হাত তুলি।

বিশ্বে আমরা পয়লা
কিছু আগাছা ময়লা
বুকের রক্ত ঝরাই ছিল
হৃদয় করে কয়লা।

আমরা ভালোবাসি
কাঁদা কিংবা হাসি
বুকে মুখে থাকে সদাই
রবে বারো মাসি।

দেশ গড়া – ফারুক রাজু

আমি একটা স্বাধীন দেশ,
আমার কেন নাই ‘কো বেশ?
আমার উপর দেশের লোকের
কেনই এত রেশ?

শত লোকে প্রশ্ন করে
দেশটা কি দিয়েছে মোরে? আমার প্রশ্ন তাহার কাছে তুমি যদি দিতে মোরে

আমিও দিতাম হাতটি ভরে।

কত যুবক দামাল ছেলে
শত কষ্ট – দুঃখ সয়ে,
দিয়েছে দেশ স্বাধীন করে।

এখন তোমাদের কর্তব,
একে অপরের সাথে মিলে,
গড়বে এ দেশ সোনার ন্যায়ে।

ব্যথার দানে একুশ পেলাম – রাকিবুল ইসলাম কবি

একুশ তুমি এই বাংলার
জীবন গাঁথার গান,
একুশ তুমি এনে দিলে
বাংলা ভাষার প্রাণ।

একুশ তুমি হাজার ভাইয়ের
রক্তে ঝরা লাশ,
একুশ তুমি বিশ্বের মাঝে নির্মম ইতিহাস।

একুশ তুমি মা হারানো একাত্তরের ব্যথা,
একুশ তুমি মুক্তি জয়ের হাজার ফুলে গাঁথা।

একুশ তুমি মুক্ত পাখির মুক্ত কলরব,
একুশ তুমি ব্যথার দানে ফিরিয়ে দিলে সব।

একুশ তুমি শেখ মুজিবের

জাগ্রত সৈনিক,
একুশ তুমি লক্ষ মায়ের
লহু ঝরা অনিক।

একুশ তুমি ফেব্রুয়ারির
প্রভাত ফেরীর গান,
একুশ তুমি বাংলার বুকে
শ্রেষ্ঠ অবদান।

মায়ের অশ্রু ঝরে – জুলফিকার আলী

বাজল বাঁশি সবার প্রাণে বিজয়ের সুর মাখা,
যুদ্ধ জয়ে উড়ায় নিশান বাংলারই পতাকা।
বুকের তাজা রক্ত ঢেলে যুদ্ধে সোনার ছেলে,
কিশোর বয়স পার করল নাহি হেসে খেলে।

বাংলা মায়ের জন্য তারা জীবন করল দান,
ভাই হারাল কত যে বোন হারায় মা সন্তান। খেলার বয়স হয় না খেলা মায়ের অশ্রু ঝরে, আমার খোকা যুদ্ধে গিয়ে আর এলো না ঘরে।

উদাস মনে পথের পানেচেয়ে আছেন মাতা, ধর্ষিতা বোন বাঙালিদের ইতিহাসের পাতা। লাল-সবুজের বিজয় নিশান বাংলা আনে জিতে, হায়েনা দল পালায় শেষে জয়ের বিপরীতে।

[illegible] [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] - [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible],

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□ □□□□ – □□□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□□ □□□□ □□□□,
□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□!

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□
□□□□□ □□□□ □□□□□,
□□□□□□ □□□ □□□□ □□□
□□□□ □□□□ □□□□□!

□□□□□ □□□ □□□□ □□□
□□□□ □□□□□ □□□,
□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□
□□ □□□□□□ □□□!

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ – □□□ □□ □□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□ □□,,
□□-□□□□□□□□ □□□□ □□□
□□-□ □□□□ □□!

শিক্ষা নিলে সকল কাজে অগ্রগতি আসে,,
শিক্ষা পেলে জাতি ধন্য সুখে জীবন ভাসে!

শিক্ষা দিয়ে জীবন গাড়ি গড় গড়িয়ে চলে,,
শিক্ষা দ্বারা জীবন রাঙে
গুণী জনরা বলে!

শিক্ষা নিয়ে শিক্ষা পেয়ে
জীবন খানা গড়,,
শিক্ষা নিয়ে নিজের হাতে
দেশের হাল ধর!

তোমার কাছে এসে – রাব্বি পারভেজ

অবাক হলাম, তোমায় দেখে
মনে হলো যেন….
পূর্ণিমারি চাঁদ, জোৎন্সা ভরা রাত
বসন্তের প্রজাপতি, আমার মনের পাখি।

তোমার দিকে চেয়ে থাকা
মনে-মনে ভালবাসা।
চোখ বুঝতেই ভেসে ওঠে,
তোমার মুখের রঙিন আভা।

তুমি থাকলে আমার পাশে,
অনুভূতি গুলো বাসাঁ বাধে। কনকনে শীতের মাঝেও

প্রখর সূর্য খেলা করে।

মেপ্র/আরজেএম

আবার নিয়েছি শপথ রাকিবুল ইসলাম কবি

আমি বিজয়ের বেশে এসেছি এদেশে
বঙ্গমায়ের কোলে
যেখানে মিশেছে হাজার তটিনী
ঢেউয়ের কোলাহলে।

নিশান উড়িয়ে বঙ্গভূমিতে এসেছি বীরদর্পে,
হৃদয়ে আমার হাজার দংশন কেটেছে কত সর্পে।

কত যে লাশ চোখের সামনে যায়নি তাদের গোণা,
পড়েছিল হয়তো তাহাদের মাঝে জোড়া মানিক সোনা।

শপথ করেছিলাম মাকে ছুঁয়ে এদেশ করিবো মুক্ত,
অন্নতুলে দেব প্রতিটি মুখে যাঁরা রয়েছে অভুক্ত।

যদি আবার যেতে হয় যুদ্ধে খেতে হয় বুকে গুলি,
উৎস্বর্গ করিবো এ জীবন দাও মাগো তোমার পদধূলি।

মেপ্র/আরজেএম